মামলুকাতুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ২৪

(১)হযরত ইসা আ. বায়তুল-মোকাদ্দস থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছেন, এমন সময় তাঁর হাওয়ারিরা কাছে এসে বায়তুল-মোকাদ্দস যে কতো সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়েছে তা তাঁকে দেখালেন। (২)তখন তিনি তাদের বললেন, "তোমরা তো এই সব দেখছো, তাই না? কিন্তু আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এর একটি পাথরও আরেকটি পাথরের ওপর থাকবে না; সবই ভেঙে ফেলা হবে।" (৩)অতঃপর তিনি জৈতুন পাহাড়ের ওপর বসলেন। তাঁর হাওয়ারিরা কাছে এসে গোপনে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন- "আমাদের বলুন, কখন এসব ঘটবে এবং আপনার আসার ও কেয়ামতের আলামতই-বা কী হবে?"

(৪)হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "সতর্ক থাকো, কেউ যেনো তোমাদের না ঠকায়। (৫)কারণ অনেকেই আমার নাম নিয়ে এসে বলবে, 'আমিই মসিহ! এবং তারা অনেককে বিপথে নিয়ে যাবে। (৬)তোমরা যুদ্ধের খবরা-খবর ও যুদ্ধের গুজব শুনবে। দেখো, তোমরা ভয় পেয়ো না। এই সবই ঘটবে কিন্তু তখনই শেষ নয়। (৭)জাতির বিরুদ্ধে জাতি এবং রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য দাঁড়াবে। (৮)জায়গায় জায়গায় দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হবে। এসব কেবল প্রসববেদনার আরম্ভ।

(৯)তখন লোকে তোমাদের অত্যাচার করার জন্য ধরিয়ে দেবে এবং তোমাদের হত্যা করবে। (১০)আমার নামের জন্য সব জাতিই তোমাদের ঘৃণা

করবে। অতঃপর অনেকেই বিপথে যাবে। একে অন্যের সাথে বেইমানি করবে এবং একজন অন্যজনকে ঘৃণা করবে।

(১১)অনেক ভন্ড-নবি আসবে এবং অনেককে বিপথে নিয়ে যাবে। (১২)অধর্ম বেড়ে যাওয়ায় অনেকেরই মহব্বত কম হয়ে যাবে। (১৩)কিন্তু যে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে, সে নাজাত পাবে। (১৪)সাক্ষ্য হিসেবে সারা বিশ্বের সমস্ত জাতির কাছে আল্লাহর রাজ্যের এই ইঞ্জিল প্রচারিত হওয়ার পরেই কেয়ামত আসবে।

(১৫)তোমরা যখন নবি দানিয়েলের মধ্য দিয়ে বলা সর্বনাশা ঘৃণার জিনিস পবিত্র স্থানে থাকতে দেখবে- যে পড়ে সে বুঝুক- (১৬)সেই সময় যারা ইহুদিয়াতে থাকবে, তারা পাহাড়ি এলাকায় পালিয়ে যাক। (১৭)যে ছাদের ওপর থাকবে, সে ঘরের জিনিস নেবার জন্য নিচে না নামুক। (১৮)যে ক্ষেতের মধ্যে থাকবে, সে তার পোশাক নেবার জন্য না ফিরুক। (১৯)যারা গর্ভবতী এবং যারা সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ায়, তাদের জন্য সেই দিনগুলো কতোই-না বেদনার! (২০)মোনাজাত করো, যেনো শীতকাল কিংবা সাব্বাতে তোমাদের পালাতে না হয়।

(২১)কারণ সেই সময় এমন মহাকষ্ট হবে, যা পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত হয়নি এবং আগামীতে কখনই হবে না। (২২)সেই দিনগুলো যদি কমিয়ে দেয়া না হয়, তাহলে কেউই রক্ষা পাবে না। কিন্তু মনোনীতদের জন্য সেই দিনগুলো কমিয়ে দেয়া হবে।

(২৩)তখন কেউ যদি তোমাদের বলে, ‘দেখো, মসিহ এখানে!’ বা ‘তিনি ওখানে!’- তবে তা বিশ্বাস করো না। (২৪)কারণ ভন্ড-মসিহেরা ও ভন্ড-নবিরা আসবে এবং অনেক অতি-আশ্চর্যকাজ ও চিহ্ন দেখাবে, যেনো সম্ভব হলে মনোনীতদেরও বিপথে নিয়ে যেতে পারে।

(২৫)দেখো, আমি আগেই তোমাদের বলে রাখলাম। (২৬)সুতরাং লোকে যদি তোমাদের বলে, ‘দেখো, তিনি মরুপ্রান্তরে আছেন,’ তোমরা বাইরে যেয়ো না। যদি তারা বলে, ‘তিনি ভেতরের ঘরে আছেন,’ বিশ্বাস করো না। (২৭)কারণ বিদ্যুৎ যেমন পুব দিক থেকে শুরু করে পশ্চিম দিক পর্যন্ত চমকে দেয়, ইবনুল-ইনসানের আসাও ঠিক সেভাবেই হবে।

(২৮)যেখানে মরা থাকবে, সেখানেই শকুন এসে জড়ো হবে। (২৯)ওই দিনগুলোর কষ্টের ঠিক পরেই সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, চাঁদ আর আলো দেবে না। তারাগুলো আসমান থেকে খসে পড়বে এবং সৌরজগত দুলতে থাকবে।

(৩০)অতঃপর আসমানে ইবনুল-ইনসানের চিহ্ন দেখা যাবে। তখন পৃথিবীর সমস্ত জাতি দুঃখ-শোকে বুক চাপড়াবে। তারা দেখতে পাবে, মহাশক্তি ও মহিমার সাথে ‘ইবনুল-ইনসান মেঘে চড়ে আসছেন’।

(৩১)অতঃপর তিনি শিঙার তীব্র আওয়াজসহ ফেরেস্তাদের পাঠিয়ে দেবেন এবং তারা আসমান-জমিনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকে তাঁর মনোনীতদের একত্র করবেন।

(৩২)ডুমুরগাছ দেখে শিক্ষা নাও। যখন তার ডালপালা নরম হয়ে তাতে পাতা গজায়, তখন তোমরা জানতে পারো যে, গরমকাল এসেছে। (৩৩)একইভাবে তোমরা যখন এসব ঘটতে দেখবে, তখন বুঝবে যে, তিনি কাছে এসেছেন; এমনকি দরজায় উপস্থিত। (৩৪)আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যতোক্ষণ এসব না ঘটবে, ততোক্ষণ এ-কালের লোকেরা টিকে থাকবে।

(৩৫)আসমান ও জমিন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমার কালাম কখনো শেষ হবে না। (৩৬)সেই দিন ও সেই সময়ের কথা কেউই জানে না- বেহেস্তের

ফেরেস্তারা না, আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজনও না, কেবল প্রতিপালকই জানেন।

(৩৭)হযরত নুহ আ.র সময়ে যে-অবস্থা হয়েছিলো, ইবনুল-ইনসানের আসার সময়েও ঠিক একই অবস্থা হবে। (৩৮)বন্যার আগের দিনগুলোতে নুহ জাহাজে না ঢোকা পর্যন্ত লোকেরা খাওয়াদাওয়া করেছে, বিয়ে করেছে এবং বিয়ে দিয়েছে। এবং যে-পর্যন্ত না বন্যা এসে তাদের সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো, সে-পর্যন্ত তারা কিছুই বুঝতে পারেনি। (৩৯)ইবনুল-ইনসানের আসার সময়েও ঠিক একই অবস্থা হবে।

(৪০)তখন দু'জন মাঠে থাকবে; একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং অন্যজনকে ফেলে যাওয়া হবে। (৪১)দুই মহিলা জাঁতা ঘুরাবে; একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে, অন্যজনকে ফেলে যাওয়া হবে।

(৪২)সুতরাং জেগে থাকো। কারণ তোমাদের মালিক কখন আসছেন তা তোমরা জানো না। (৪৩)তবে মনে রেখো, বাড়ির মালিক যদি জানতো, রাতের কোন সময়ে চোর আসবে, তাহলে সে জেগে থাকতো এবং নিজের ঘরে সিঁধ কাটতে দিতো না।

(৪৪)সুতরাং তোমরা অবশ্যই প্রস্তুত থেকো। কারণ যে-সময়ের কথা তোমরা চিন্তাও করবে না, সেই সময়েই ইবনুল-ইনসান আসবেন।

(৪৫)সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান গোলাম কে, যাকে তার মালিক বাড়ির সমস্ত গোলামদের ঠিক সময়ে খাবার দেবার দায়িত্ব দিয়েছে? (৪৬)সেই গোলামই ভাগ্যবান, যাকে তার মালিক ফিরে এসে তার হুকুম অনুসারে কাজ করতে দেখবে।

(৪৭)আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, সে তার সমস্ত ধন-সম্পত্তির দায়িত্ব তার ওপর ছেড়ে দেবে।

(৪৮)কিন্তু যদি অসৎ গোলাম মনে মনে ভাবে, 'আমার মালিকের আসতে দেরি হবে।' (৪৯)এবং সে যদি তার সহকর্মীদের মারধর করতে ও মাতালদের সাথে পানাহার করতে শুরু করে, (৫০)তাহলে যেদিন ও যে-সময়ের কথা সেই গোলাম চিন্তাও করবে না এবং জানবেও না, সেই দিন ও সেই সময়েই তার মালিক এসে উপস্থিত হবে। (৫১)অতঃপর সে তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ভন্ডদের মধ্যে ফেলে দেবে। সেখানে সে কান্নাকাটি করবে ও দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে।